Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ১৪ সেপ্টেম্বর,২০১৫, সোমবার, ২৭ ভাদ্র ,১৪২২

আসানসোল কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত উপ-নির্বাচনের বামফ্রন্টের মনোনয়নপত্র পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১২ সেপ্টেম্বর : আসানসোল পুর নিগমের নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন বামফ্রন্ট প্রার্থীরা। এর আগেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এদিন রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে বণাঢ্য মিছিল সহযোগে প্রার্থীরা আসানসোল মণিমালা হাইস্কুল ও উপেন্দ্রনাথ হাইস্কুল চেলিডাঙায় মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যান। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, পার্থ মুখার্জী, আর.এস.পি-র বিধু চৌধুরী, সি পি আই-এর মানিক মালাকার, ফরওয়ার্ডব্লকের ভবানী আচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন জায়গাতে পঞ্চায়েত ও সমিতির উপ-নির্বাচনেরও মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে। সর্বত্রই মিছিল সহযোগে সি পি আই(এম) কর্মীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

পঞ্চায়েত উপ-নির্বাচন উপলক্ষে মাধবডিহিতে মিছিল সহযোগে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন সি পি আই(এম) কর্মীরা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মহিলা নেত্রী ও অন্নপূর্ণা রায় প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুধাংশু রায়ের স্ত্রী অন্নপূর্ণা রায় বার্ধক্যজনিত কারণে ৯৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। তাঁর জন্ম ১৯১৬-র ২৩ সেপ্টেম্বর। আর এক বছর পর তিনি শতবর্ষ পূর্ণ করতেন।

বাল্যকালে লেখাপড়া শিখেছেন বৃত্তি পেয়ে। ১৯৪৩-৪৭ তাঁর পরিবারের সকলে পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে চলে আসেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ সোম এবং অনুশীলন সমিতির নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। পারিবারিকভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ১৯৫০-৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন এবং যুক্ত হন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে। মণিকুন্তলা সেন, রাবেয়া বেগম, বিভা কোঙার, রানি কোঙার এঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি থাকাকালে পঞ্চাশের দশকে কাজ করেছেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। বামফ্রন্ট শাসনকালে বর্ধমানে মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেলেন। তাঁর একপুত্র বিগত বর্ধমান পুরসভার মেম্বার অফ চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল ছিলেন।

মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনুল হক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁর বাড়িতে যান এবং শোক জ্ঞাপন করেন।

দেবকী ঘোষের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাতগেছিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : সি পি আই(এম) মেমারি ২ জোনাল কমিটির উদ্যোগে সাতগেছিয়া বাজারে প্রয়াত দেবকী ঘোষের স্মরণসভা হয়। তিনি ১২ আগস্ট প্রয়াত হন। স্মরণসভায় প্রয়াত দেবকী ঘোষের মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। ৭০-এর দশকে কংগ্রেসের আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় তিনি বিজুরে খাস জমির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সেই সময় কংগ্রেসের আক্রমণে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নেতৃবন্দ বলেন, তিনি এলাকায় কৃষকদের সংগঠিত করে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কৃষককে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাদের নায্য দাবি-দাওয়া সহ রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার চেষ্টা করতেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম বোদ্ধা ও যোদ্ধা ছিলেন প্রয়াত দেবকী ঘোষ। সারা জীবন মেহনতী আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সারা জীবন মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, সুকান্ত কোঙার, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, দলের মেমারি-২ জোনাল কমিটির সম্পাদক অশেষ কোঙার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন তাপস চ্যাটার্জী।

নতুন চিঠি শারদ সংখ্যার জন্য অবিলম্বে অর্ডার দিন।

ডি এস পি হাসপাতাল

চিকিৎসা বিভ্রাট বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েকজন রোগীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ মেইন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের 'দূষিত রক্ত' রোগীদের শরীরে প্রয়োগ করায় তাদের মৃত্যু হয়। বিষয়টি তদন্তের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা হাসপাতালে এসে সরেজমিনে তদন্ত করেছেন।

হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ)-র পক্ষ থেকে এই ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ ও হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারাবাহিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে ও গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে মেইন হাসপাতালে মৌন মিছিল করে। বিকালে বি.টি.রণদিভে ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউনিয়নের ডি এস পি শাখার কনভেনর বিশ্বরূপ ব্যানার্জি জানান, কারখানার চিকিৎসা পরিষেবার অবক্ষয়ের কারণ হল সেইল ও ডি এস পি কর্তৃপক্ষের লাগাতার অবহেলা। ৬১০ বেডের এই হাসপাতালে ডি.এস.পি ও এ.এস.পির প্রায় ১২,০০০ কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও মেডিক্লেম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চাকুরিরত এবং বহিরাগতরা ইনডোর ও আউটডোরে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। বছরে গড়ে ১,২০,০০০ জন চিকিৎসা করান। মেডিক্লেম ও বহিরাগত রোগীদের চিকিৎসা বাবদ বছরে ১০ কোটি টাকা আয় করে হাসপাতাল। বছরে গড়ে প্রায় ৫,০০,০০০ বায়োকেমিক টেস্ট, ৪০,০০০ এক্সরে, ৪,০০০ সিটি

—এরপর চারের পাতায়

আসানসোল কর্পোরেশন

বামপন্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানালেন মদন ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর : আসন্ন আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানালেন সি পি আই(এম) নেতা মদন ঘোষ। এদিন সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ স্মৃতি ভবনে এক কর্মীসভায় তিনি এই আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, শাসক তৃণমূল-কংগ্রেস রানিগঞ্জের মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করে ১৪৭ বছরের পুরনো রানিগঞ্জ পুরসভাকে জোর করে আসানসোল পুর নিগমের সাথে যুক্ত করেছে। এর প্রতিবাদ করবেন রানিগঞ্জের মানুষ। মানুষের এই ক্ষোভকে প্রতিফলিত করাতে হবে পুর নির্বাচনের ভোটযন্ত্রে। প্রতিটি মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলে বিগত বাম পরিচালিত পুরবোর্ডের সাফল্যগুলি তুলে ধরতে হবে। কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। দলীয়নেতা রুণু দত্ত রানিগঞ্জের ১১টি ওয়ার্ডের বামপ্রার্থীদের পরিচিতি করান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিবেক চৌধুরী।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন বর্ধমানে

নিজসব সংবাদদাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদ বর্ধমান জেলা শাখার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন বর্ধমান শহরের জাগরী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল। স্বাগত ভাষণ দেন এই শাখার যুগ্ম-সম্পাদক পরিতোষ কুরি। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অপর যুগ্ম-সম্পাদক ঝর্ণা মুখার্জি। প্রধান অতিথির ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ সুর শিশুদের মতো করে শিশুদের জন্য লেখার কথা বলেন। তিনি ছোটোদের কথা এবং কিশোর জগৎ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিভু মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক প্রদীপ ব্যানার্জি, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কুশল দে, ডঃ ঝর্ণা বর্মণ, সাহিত্যিক বিভু মুখোপাধ্যায়। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সনৎ ভট্টাচার্য, বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস এবং সফিডুল হক।

নতুন চিঠি

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

নাগরিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা

আসন্ন বিধাননগর পুর নির্বাচনে শাসক তৃণমূলের ভোট লুট ঠেকাতে দলমত নির্বিশেষে এলাকার বাসিন্দারা যে নাগরিক ফোরাম গড়ে তুলেছেন, তাকে অবশ্যই এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই ফোরামে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার ও বিচারপতি, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ ও বহু বিশিষ্ট মানুষজন—যাঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলি দুষ্কৃতী-শাসনের অবসান চান।

পশ্চিমবঙ্গের ভয়ঙ্কর বাস্তব পরিস্থিতিই এই ফোরাম বা মঞ্চ গঠনকে অনিবার্য করে তুলেছে। বামপন্থী নেতৃত্বের মধ্যেও এমন কিছু কট্টরপন্থী আছেন যাঁরা সিভিল সোসাইটি (civil society) বা নাগরিক সমাজ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই মানতে চান না—তাঁদের কাছে পুরোটাই রাজনৈতিক সমাজ। কিন্তু সমস্ত মানুষই তো প্রত্যক্ষ রাজনীতি, বিশেষ করে দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চান না। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থে একত্রিত হতে চান। শুভ-মানসিকতার এই বৃহত্তর বৃত্তটিকে একেবারে অস্বীকার করলে দলীয় রাজনীতিও সঠিকভাবে বিকশিত ও সক্রিয় হতে পারে না—দলীয় সংকীর্ণতা তাকে সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যেই আটকে রাখে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি এমন ভাবে সমস্ত সমাজটাকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে যে এই ধরনের বৃহত্তর মঞ্চ গঠন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের সাথে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও আই এ এস অফিসাররাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র দলীয় বৃত্তে আবদ্ধ থাকলে এঁদেরও সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা কখনোই সম্ভব হতো না।

তাই এই নাগরিক মঞ্চের আন্দোলনকে শুধু বিধাননগরে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলে সাধারণ মানুষ আরও উদ্বুদ্ধ হবে এবং বর্তমান তৃণমূলি শাসনের অপসারণে সক্রিয় অংশগ্রহণে এগিয়ে আসবে।

নির্বাচনী প্রচারে বামপন্থীরা রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : মানুষের মতামতের গুরুত্ব দেয়নি তৃণমূল। ১৪৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী পুরসভার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে তারা। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আঁচ পাওয়া গেল এদিন রানিগঞ্জের দুটি ওয়ার্ডে প্রচার শুরু করায়। এদিন বামফ্রন্টের কর্মীরা ৩৪ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী সি পি আই(এম)-এর সুচেতা পালকে নিয়ে আমড়াসোতা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ঢল নিয়ে ৩৭ নং ওয়ার্ডের সি পি আই-এর প্রার্থী নমিতা কোড়া সিয়ারশোল অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, রুণু দত্ত, কিশোর ঘটক, স্বপন মুখার্জী, সঞ্জয় মণ্ডল তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ‘বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালন করা হবে’—এই সিদ্ধান্ত কবে কোথায় নেওয়া হয়?
২. ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা নামটি কবে রাখা হয়? তার আগে কী নাম ছিল?
৩. ‘বন্দেমাতরম’ গানটির প্রথম সুরকার কে ছিলেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম?
৪. পাকিস্তান দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশে বছরে গড়ে কতবার ভূমিকম্প হয়?
৫. কবে পাঞ্জাব রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য হয়?
৬. গিনি বিসাউ দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? দেশের মানুষের গড় আয়ু কত?
৭. কোচবিহার রাজ্য কবে কোচবিহার জেলায় পরিণত হয়? তখন কোচবিহার রাজ্যের রাজা কে ছিলেন?
৮. বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে মহবুব জাহেদী কবে বসেন? তিনি ঐ পদে কতদিন ছিলেন?
৯. দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার নামটি কবে হয়? আগে কী নাম ছিল?
১০. সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি কবে কোথায় জন্মান? তিনি কতগুলি ভাষা জানতেন? তাঁর ছদ্মনাম কী কী ছিল?
১১. কৃষক তথা কমিউনিস্ট নেতা বিনয় কোঙার কবে প্রয়াত হন? কবে জন্ম?
১২. আন্তর্জাতিক যুবদিবস কবে পালিত হয়? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

সাক্ষরতা আন্দোলনকে প্রসারিত করার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর : বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বর্ধমান শহর আঞ্চলিক শাখা ও বর্ধমান শিক্ষক সংসদ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পথ পরিক্রমা করে স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। পতাকা উত্তোলনের পর একটি সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সাক্ষরতা প্রসার সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য সন্ধ্যা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, লোকাল কমিটির উদ্যোগে হিলবস্তি ভবনে একটি আলোচনাসভা সংগঠিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক। উপস্থিত ছিলেন অনুপ মিত্র, তপন মণ্ডল, তরুণ চ্যাটার্জী,

কালনা রোডস্থিত ট্রাস্ট ভবনে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অরিন্দম কোঙার, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির জেলা সহ-সভাপতি পূর্ণচন্দ্র মালিক। স্বাগত ভাষণ দেন শিক্ষক সংসদ ট্রাস্টের সম্পাদক শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাব্রতী অধিক্রম সান্যাল, বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ মহাপাত্র, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ।

এদিন মেমারি থানার চোৎখণ্ড গ্রামের শুঁড়ো পাড়া ক্লাব ঘরে সাক্ষরতা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। জনতা পদযাত্রা, সাক্ষরতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বর্তমানে কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার আদিবাসী পাড়াতে সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হল। তিনি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জোনাল সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী, কেন্দ্রের শিক্ষক কেষ্ট সরেন। সভা পরিচালনা করেন গৌতম মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক কিশোর বিশ্বাস, বাসুদেব কুণ্ডু, দেবাশিষ ঘোষ, আব্দুর রহমান প্রমুখ।

রানিগঞ্জে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসকে সামনে রেখে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি রানিগঞ্জ শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে হিলবস্তি ভবনে একটি আলোচনাসভা সংগঠিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক। উপস্থিত ছিলেন অনুপ মিত্র, তপন মণ্ডল, তরুণ চ্যাটার্জী, সৌমিত্র সিংহ সহ সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ। সাইদুল হক বলেন, সাক্ষরতার অর্থ শুধু অক্ষর চিনতে পারা নয়, সাক্ষরতার অর্থ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, নারী শিক্ষার প্রসার, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। তিনি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর ও সচেতন করে তোলার আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভা পরিচালনা করেন সুনীল খন্ডেনওয়াল।

যুব সমাবেশ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে কালনা শহরের তেঁতুলতলায় এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য সেখ সেলিম। সংগঠনের বর্ধমান জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল ও এস.এফ.আই-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির নেতা উদয় রায়। রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য যুবদের ঐক্যবদ্ধ গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি প্রলয় আইচ।

উল্লেখ্য কালনার এই যুব সমাবেশে যোগ দিতে আসার পথে মেমারি পশ্চিম ২নং বেগুনিয়া মোড়ে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে চার জন যুবকর্মী মারাত্মক ভাবে জখম হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যুবকর্মী বিশু রায়(২৫)-কে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিশু রায়ের বাড়ি মেমারির কানেশ্বর গ্রামে। অন্যান্য আহতরা হলেন অজয় রায়, মঙ্গল হেমব্রম এবং সন্তোষ বারুই।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ সেপ্টেম্বর : মেমারি সাংস্কৃতিক কমিটির উদ্যোগে আজ বিকেলে মেমারি কলেজে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মেমারির ৬টা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মোট ৪৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দেবেশ ঠাকুর, কালনা কলেজের অধ্যক্ষ তাপস সামন্ত, সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিধায়িক সন্ধ্যা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষক ছাত্র মেলবন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য সুন্দর পরিবেশ যদি না পায় তবে শিক্ষার্জন ঠিকমতো হয়না। দেবেশ ঠাকুর বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা বাগানের ফুল, শিক্ষা হলো পরম্পরা, একটি মানুষকে সমাজিক হয়ে উঠতে হবে। শিক্ষকদের উপর হামলা ইদানিংকালে গৌরবের এবং একজন বীরের পরিচয়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ তাপস সামন্ত। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নৃত্য, আবৃত্তি, দেবেশ ঠাকুরের আবৃত্তি ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবকদের মুগ্ধ করে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক অমিতাভ চৌধুরী।

একটি জীবন : একটি অনুভব

প্রয়াত অধ্যাপক প্রিয়ব্রত দাশগুপ্তকে মনে রেখে

সলিল ভট্টাচার্য

প্রিয় কথা বলতে বা শুনতে অনেকেই ভালোবাসে।
স্তাবকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।
অপ্রিয় সত্য বলতে বা শুনতে অনেকেরই অনীহা।
তবু প্রিয়ব্রত, আপনি কখনও নির্মম সত্যকে
অস্বীকার করেন নি। অপ্রিয় কঠিন সত্যকে চেপে রেখে
আপনি কখনও নতজানু হননি।
সত্য যে কঠিন, তাকে আড়াল করে
প্রিয়ব্রত, আপানি প্রিয় হতে চান নি।
তাই আপনাকে রক্তিম অভিবাদন।

এই সময়কে যারা সুপবন মনে করে
অশুভ অপশক্তির কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণে
উল্লসিত, যারা খয়রাতির প্রসাদ পাবার জন্যে
লালায়িত হয়ে আছে, প্রিয়ব্রত, তাদের কাছে
আপনি কোনও দিন প্রিয় হতে পারেন নি।
বায়ুমোরগের সংকেত শিরোধার্য করে
জামা-বদলের অভীপ্সায় যারা উন্মুখর,
তাদের জন্যে প্রিয়ব্রত, একটি জলন্ত প্রতিবাদের নাম।
কে বলবে শেষ কথা এই দুঃসময়ে?

তবু এই দুঃসময়ে আমাদের জেগে থাকার জন্যেই
প্রিয়ব্রত, আপনার জীবনকে আমরা বিস্মরণের গর্ভে
হারিয়ে যেতে দেবো না। আপনার জীবন
যে সব প্রিয়জনের স্মৃতির মঞ্জুষায় এখনও অম্লান,
আপনার সহযাত্রীরা যারা এখনও পথে পথে আগুয়ান,
তারা জ্বালবেই বিশ্বাসের প্রদীপ্ত মশাল।
এই দুঃসময়, এই অন্ধকার শেষ কথা নয়।

মানুষ তো চলে যায়, বেঁচে থাকে চির-মানবতা,
সত্যের সাধনে এসো, ছিন্ন করি মিথ্যা কল্পলতা।

বিদ্যুতের ছ্যাঁকা

শিবানন্দ পাল

পরিবর্তনের সরকার আসার পর শহর সাজাবার ধূম লেগেছে। নতুন নির্মাণ মানেই ঠিকাদারি ব্যাপার। যত বড় কাজ তত বেশি ইনকাম! শহরের পুরনো রঙ চটা অকেজো ব্রিজকে নতুন করে সাজাবার ধূম চলছে। সেখানে ক্লক টাওয়ার হবে।

প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে সুবোধবাবু মুখোমুখি হলেন গোপালবাবুর।

—কোথায় ছিলেন মশাই দু-দিন দেখতে পাইনি?

গোপালবাবু উত্তর দিলেন, ছেলের বাড়ি খড়দায় গিয়েছিলাম।

—তা কেমন আছে তারা?

—আর কেমন আছে! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর ২১শে জুলাই ধর্মতলার যে জায়গায় সভা করেন সেখানে অনশনে বসেছিল। পুলিশ আচ্ছা করে মেরে তুলে দিয়েছে।

—তা হঠাৎ অনশনে বসতে গেল কেন?

—বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে।

—বিদ্যুৎ মাশুল কবে বাড়ল?

—টের পাননি এখনও! উঁচু উঁচু হাইরাইজ হাইভোল্টেজ বাতিস্তম্ভ মোড়ে মোড়ে শোভা পাচ্ছে খুব ভাল লাগছে, না? এ যে আপনার আমার পকেট কাটছে প্রতিদিন, টের পেলে বুঝবেন কেমন ছ্যাঁকা! দেশের মধ্যে ধর্ষণ, নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে, খুব হৈ চৈ হচ্ছে, কিন্তু বিদ্যুতের দামে চুপিচুপি মমতা ব্যানার্জী যে রাজ্যকে শীর্ষস্থানে তুলেছেন এই চার বছরের শাসনকালে তা নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে কোথায়? কলকাতাসহ নিম্নবঙ্গের জেলাগুলোতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সিইএসসি গত চার বছরে কত লাভ করেছে জানেন? ৪৩ শতাংশ। কোম্পানির মালিক মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশযাত্রার অন্যতম সফরসঙ্গী!

—ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন? সুবোধবাবু আরো কাছে এলেন।

ওই দেখুন বিজয় তোরণের সামনে গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঁচু বাতিস্তম্ভ। কী সুন্দর লাগছে না! খোঁজ নিয়ে দেখুন পুরসভা বিদ্যুৎ দপ্তরকে ক'টাকা বিল ভরে! এসব আপনার আমার বিলে চারিয়ে দিচ্ছে মশাই! কেস একেবারে জন্ডিস! সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা চার বছরে লাভ করেছে ৭৫ শতাংশেরও বেশি! প্রতি ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ পিছু সিইএসসি আদায় করে ৪টাকা ৯৫পয়সা, আর বিদ্যুৎ বন্টন নিগম আদায় করে ৫টাকা ৪১পয়সা। আরে মশাই মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি, হায়দরাবাদ, এমনকি গুজরাটের আমেদাবাদেও বেসরকারি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা রয়েছে। এখন তো খোলা হাওয়া উদারীকরণের যুগ, কিন্তু কোথাও বিদ্যুতের এত দাম নেই! সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক অথরিটির ২০১৩-১৪ সালের পরিসংখ্যান দেখুন সব বুঝবেন!

সুবোধবাবু সত্যিই থমকে গেলেন। তাই তো! ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেননি। বললেন, কাগজে পড়েছি গরিবদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মাশুল নেওয়া যাবে না... এরকম একটা জাতীয় কর্মসূচীর কথা!

—ঠিকই তো। এ রাজ্যের গরিব বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি ৩০ পয়সা বাড়তি দিতে হচ্ছে।

—সেকি মশাই! গরিবদেরও গলা কাটছে মমতা ব্যানার্জির সরকার?

—সেটাই তো বলছি! যে সংস্থা বামফ্রন্টের আমলে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়েছিল, সেই বিদ্যুৎ নিগমের গত চার বছরে এত বাড়তি পয়সা আদায় সত্ত্বেও লাভের অঙ্ক কমেছে। জানেন?

—বেশি বেশি করে আমাদের পকেট কাটা সত্ত্বেও লাভ কমেছে?

—অবশ্য সিইএসসি প্রচুর লাভ করেছে! ওদের লাভ ২০১০-১১তে ছিল ৪৮৮কোটি টাকা আর ২০১৪-১৫তে লাভ করেছে ৬৯৮ কোটি টাকা।

—৪৮৮ থেকে ৬৯৮ কোটিতে উঠেছে ওদের লাভের মাত্রা? ওরা নিশ্চয়ই সারদার মতো শাসক দলকে পৃষ্ঠপোষকতা করে!

—সন্দেহ হতেই পারে! দুটি সংস্থাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী দু বছরে বিদ্যুতের দাম আরো বাড়াবে। রাজ্যের বিদ্যুৎ বন্টন নিগম ২০১৪-১৫-র তুলনায় ২০১৫-১৬তে বিদ্যুতের মাশুল বাড়াবে ৬ শতাংশ, ২০১৬-১৭তে বাড়বে আরও ৬ শতাংশ। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ নিগমের অনুমোদনও মিলেছে।

—আর সিইএসসি?

—তারাও আগামী দুটি আর্থিক বছরে ৩ শতাংশ হারে মাশুল বাড়াবে, সরকারের অনুমোদন তারাও পেয়ে গেছে।

—মানে ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরেরও অনুমোদন হয়ে গেল? তখন সরকারে কে থাকবে?

—মমতা ব্যানার্জী মনে করেন উনিই থাকবেন। পাইয়ে দিতে গেলে এরকমই হয়!

—কিন্তু বামফ্রন্টের সময়ে বিদ্যুতের দাম কম ছিল অথচ নিগম স্বনির্ভর হচ্ছিল আর এখন বিদ্যুতের দাম বেশি। নিগমের লাভ কমে গেল?

—উৎসবমেলা আলো ঝলমলে খয়রাতির মাশুল গুনতে হবে না? অপ্রাসঙ্গিক খরচ, বকেয়া আদায়ে গড়িমসি, বিভিন্ন কর্পোরেশনের কাছে নিগমের প্রাপ্য কত জানেন? প্রায় দেড়শো কোটি টাকা।

—দেড়শো কোটি টাকা বকেয়া! আর তার জন্য আমাদের পকেট কাটা?

—তাহলেই বুঝুন! আসলে বামফ্রন্ট সরকার ভর্তুকি দিয়ে চালাতো, মানুষ টের পেত না। মমতা ব্যানার্জির সরকার মুনাফার পথ ধরেছে। চুপিচুপি দাম বাড়ছে বিদ্যুতের। 'বিপিএল' গ্রাহকদেরও বেশি দাম দিতে হচ্ছে মশাই! এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সরকারও কম নয়! ১৯৯৮ সালে এনডিএ সরকার আইন পালটে বিদ্যুতের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপ তুলে দেয়। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন আপনার মমতা ব্যানার্জি!

—দূর মশাই আমার কে বলল? আপনার হোক!

—মানে সমর্থন করেছিলেন তো?

—আপনি জানেন সমর্থন করেছিলাম?

—মানে ... অনেকেই তো করেছিল?

—করেছিল, করেছিল। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে! সুবোধবাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ভাবছেন বাড়ি ফিরেই গিন্নিকে জিজ্ঞেস করবেন বিদ্যুৎ বিলের ব্যাপারটা। সেদিনের মতো প্রাতঃভ্রমণের সুর কেটে গেল, 'আচ্ছা আসি তবে!' বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন।

বাড়ির গেটের সামনে দেখলেন মাটিতে লুটোচ্ছে প্রভাতী খবরের কাগজ।

গেটে আওয়াজ হতেই কর্ত্রী মনোরমা বারান্দায় উপস্থিত। সুবোধবাবুকে দেখে উদ্বিগ্নমুখে জানতে চাইলেন, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে! শরীর খারাপ?

—মেজাজ খারাপ! এক কাপ চা দাও তো! সংক্ষিপ্ত কথায় কাগজখানা খুলে বসলেন ইজি চেয়ারে। বললেন, আগে কাগজটা পড়ি, তারপর সিরিয়াস আলোচনা আছে।

—সিরিয়াস আলোচনা! উদ্বিগ্ন মনোরমা আরো উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার বলো তো? তোমাকে অন্যরকম লাগছে?

—শুনলে তুমিও অন্যরকম হয়ে যাবে। আগে এক কাপ চা দাও!

- দিচ্ছি দিচ্ছি। আগে কথাটা খোলসা করে বলো!

—বলছি। এই যে কাল সন্ধ্যাবেলায় তুমি বিগবাজার থেকে ফিরে বড় মুখ করে বললে, বড় রাস্তার মোড়ে আলো ঝলমল করছে, পাড়ার কালিমন্দিরের সামনে ওরকম একটা আলো লাগালে কত ভালো হতো।

—ভালো হতোই তো!

—ভালো হতো তা বেশ। আর ওই বাতি জ্বলার বিলের টাকা যদি তোমারই বিলে প্রতি মাসে ভরে দেওয়া হয় তাহলে! ভালো হয় কী বলো!

—তা কেন হবে? ওটা আমার বাড়ি নাকি?

—বুঝতে পারলে না অঙ্কটা! বললাম না শুনলে তুমিও বদলে যাবে! এটাই হয়েছে। দ্যাখো কাগজে কী লিখেছে!

—'দেখি দেখি'! মনোরমা হামলে পড়লেন খবরের পাতায়। 'বিদ্যুতের মাশুলের ইস্যুতে বিরোধীরা রাস্তায়, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করে প্রতিরোধ বামেদের'। মনোরমা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তলে তলে এত কান্ড! বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ ৫৪ শতাংশ। মানে অর্ধেকের বেশি বেতন। ভাত দেবার মুরোদ নেই কিল মারার গোঁসাই! বন্যা পরিস্থিতি কেটে গেল জিনিসপত্রের দাম কমল না। আনাজের দাম চড়া, সামনে পুজো কত খরচ! মুখ্যমন্ত্রীর টাস্কফোর্স খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পোলট্রি ডিমের দামও সাড়ে চার টাকা।

—তাহলেই বোঝ! সুবোধবাবু টিপ্পনি কাটলেন।

মনোরমা দেবী বললেন, পুলিশ তাহলে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বামেদের মন্ডপ বেঁধে সভা করার অনুমতি দিয়েছে! সব নেতাই এক সুরে মঞ্চ দাপিয়েছেন দেখছি, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুল সবচেয়ে বেশি!

—ঠিকই তো!

—সামনে বিধানসভার ভোট ... ! মনোরমা দেবীর মন্তব্য শেষ হল না। সুবোধবাবু বললেন, লড়াইটা জমে যাবে?

- ফাটাফাটি!

- আমার চা কই?

- এক মিনিট! মনোরমা অন্তর্হিত হলেন রান্নাঘরের দিকে।

আসানসোল পুর নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা

ওয়ার্ড বামফ্রন্টের

নং প্রার্থী তালিকা

১ ঘোষণা হয়নি
২ সুমি হেমব্রম—সি পি আই(এম)
৩ নরেন্দ্রনাথ বাউরি —সি পি আই(এম)
৪ রামগোপাল সান্থালিয়া —সি পি আই(এম)
৫ ভরত পাশোয়ান —সি পি আই(এম)
৬ মহম্মদ হোসেন —সি পি আই(এম)
৭ প্রণতি চট্টোপাধ্যায় —সি পি আই(এম)
৮ জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় —সি পি আই(এম)
৯ তাপস কবি —সি পি আই(এম)
১০ সুনিতা পাশোয়ান —সি পি আই(এম)
১১ বেবি ফরিদা —সি পি আই(এম)
১২ সুজিত দত্ত —সি পি আই(এম)
১৩ মানিক রুইদাস —সি পি আই(এম)
১৪ লুডু বাসকি —সি পি আই(এম)
১৫ কার্তিক মাঝি —ফঃবঃ
১৬ মৌমিতা বাউরি (সি পি আই)
১৭ রীনা প্রসাদ —ফঃবঃ
১৮ সুবোধ হরি —সি পি আই(এম)
১৯ নিসার আহমেদ আনসারি —সি পি আই(এম)
২০ মৌসুমি তেওয়ারি —সি পি আই(এম)
২১ সুরজিৎ বিশ্বাস —সি পি আই(এম)
২২ অম্লান মুখোপাধ্যায় —সি পি আই(এম)
২৩ পুরবী মুখোপাধ্যায় —ফঃবঃ
২৪ ওয়াসিমুল হক —সি পি আই(এম)
২৫ মহম্মদ সালাউদ্দিন —সি পি আই(এম)
২৬ শাহনাজ পারভিন —সি পি আই(এম)
২৭ মিন্টু দেব (বাম সমর্থিত নির্দল)
২৮ মহম্মদ শামিম আখতার —ফঃবঃ
২৯ কবিতা যাদব —সি পি আই
৩০ পারিজাত বসু —সি পি আই(এম)
৩১ দিলীপ মালি —সি পি আই(এম)
৩২ কৃষ্ণা সিংহ —সি পি আই
৩৩ নারান বাউরি —সি পি আই(এম)
৩৪ সুচিত্রা পাল —সি পি আই(এম)
৩৫ মঈম খান —সি পি আই(এম)
৩৬ সুনীলকুমার খাণ্ডেলওয়াল —সি পি আই
৩৭ নমিতা কোড়া —সি পি আই(এম)
৩৮ মতীশ ডোম —সি পি আই(এম)
৩৯ অরুণ পান্ডে —সি পি আই(এম)
৪০ মঞ্জু প্রসাদ —সি পি আই
৪১ বীরেন দাস —সি পি আই(এম)
৪২ মধুসূদন দে —সি পি আই(এম)
৪৩ আমিনা খাতুন —সি পি আই(এম)
৪৪ বিনোদ সিং —সি পি আই
৪৫ সান্ত্বনা রায় —সি পি আই(এম)
৪৬ সুজাতা কোঙার—সি পি আই
৪৭ দিলীপ চক্রবর্তী —সি পিআই(এম)
৪৮ অশোক নাগ —সি পিআই(এম)
৪৯ অলকা ঠাকুর —সি পি আই(এম)
৫০ রামজি দুবে —সি পি আই(এম)
৫১ প্রদীপ মণ্ডল —সি পি আই(এম)
৫২ কুন্তিবালা পাত্র —আর.এস.পি
৫৩ স্বপন গোস্বামী —সি পি আই(এম)
৫৪ অরুণ মাজি —আর.এস.পি
৫৫ সুমনা ঝা —সি পি আই(এম)
৫৬ শুভা বাউরি —আর.এস.পি
৫৭ দীপালি মণ্ডল —সি পি আই(এম)
৫৮ ঘোষণা হয়নি
৫৯ সৈয়দ রাজা আনসারি —ফঃবঃ
৬০ শীলা লায়েক —আর.এস.পি
৬১ পবন দোকানিয়া —সি পি আই(এম)
৬২ ইন্দ্রজিৎ বসু —সি পি আই(এম)
৬৩ ফরিদা খাতুন —সি পি আই(এম)
৬৪ রঞ্জিত পাশোয়ান —ফঃবঃ
৬৫ ঘোষণা হয়নি
৬৬ অশোক চক্রবর্তী —ফঃবঃ
৬৭ রিঙ্কু রজক —সি পি আই(এম)
৬৮ রেবা মুখোপাধ্যায় —ফঃবঃ
৬৯ মৃন্ময়ী সাহা —আর.এস.পি
৭০ লালন রায় —ফঃবঃ
৭১ মন্মথ মুখোপাধ্যায় —আরএসপি
৭২ রীনা বন্দ্যোপাধ্যায় —সি পি আই
৭৩ ঘোষণা হয়নি
৭৪ সুজিত বাউরি —সি পি আই(এম)
৭৫ শাশ্বতী মণ্ডল —সি পি আই(এম)
৭৬ কবিতা ঘোষ —সি পি আই(এম)
৭৭ জহরলাল রায় —সি পি আই
৭৮ প্রীতি মজুমদার —সি পি আই(এম)
৭৯ বিধান রায় —সি পি আই(এম)
৮০ ধর্মরাজ বিশ্বকর্মা —সি পি আই
৮১ সোনালিকা পাল —সি পি আই(এম)
৮২ মহম্মদ তনবীর আল ইসলাম —আর.এস.পি
৮৩ ঘোষণা হয়নি
৮৪ কল্পনা ধীবর —সি পি আই(এম)
৮৫ জয়ন্ত চক্রবর্তী —সি পি আই(এম)
৮৬ মানিক মালাকার —সি পি আই
৮৭ সুকু চৌরি —সি পি আই(এম)
৮৮ জয়শ্রী সরকার —সি পি আই(এম)
৮৯ আরিজ জলিশ —সি পি আই(এম)
৯০ মাগারাম বাউরি —সি পি আই(এম)
৯১ টুম্পা বাউরি —সি পি আই(এম)
৯২ তুহিনা গুহরায় —সি পি আই(এম)
৯৩ অশ্বিনী কারা —সি পি আই(এম)
৯৪ ধর্মদাস মাজি —সি পি আই(এম)
৯৫ সজন সিং —সি পি আই(এম)
৯৬ রাজরূপা পালচৌধুরী —সি পি আই(এম)
৯৭ দেবজিৎ মাজি —সি পি আই(এম)
৯৮ মহম্মদ আনিস —সি পি আই(এম)
৯৯ প্রিয়পদ সরকার —সি পি আই(এম)
১০০ ঘোষণা হয়নি
১০১ ঊষারানি বাউরি —ফঃবঃ
১০২ সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় —সি পি আই(এম)
১০৩ সাধন পাল —ফঃবঃ
১০৪ লক্ষ্মী আচার্য —ফঃবঃ
১০৫ দুগাই টুডু —সি পি আই(এম)
১০৬ যতীন বাউরী —সি পি আই(এম)

এইচ.এস.ই.ইউ-র বিক্ষোভ নগর প্রশাসনিক ভবনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর-প্রশাসনিক ভবনে (টি.এ.বিল্ডিং) কোয়ার্টার ও জমির লিজ-লাইসেন্সিং নিয়ে ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষের তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এইচ.এস.ই.ইউ (সি আই টি ইউ)-র ডাকে এক গণ-জামায়েতে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। বিশাল জমায়েতের ফলে নগর-প্রশাসনিক ভবনের প্রবেশ পথ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষ কোয়ার্টার ও জমির লিজ-লাইসেন্সিং-এর সুযোগ হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা নিদারুন বিপদে পড়েছেন। অভিযোগ ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী কায়দায় গত ২০ আগস্ট কোয়ার্টার লাইসেন্সিং-এর জন্য এক উদ্ভট নির্দেশিকা জারী করেছে। এই নির্দেশিকায় মুষ্টিমেয়র জন্য কোয়ার্টার লাইসেন্সিং কথা বলা হলেও অধিকাংশকে পথে বসানোর রাস্তা দেখানো হয়েছে।

গণ-জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এইচ.এস.ই.ইউ কনভেনর বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি

দিয়ে বলেন যে, কোনো অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হলে তার বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবেন। তিনি অবিলম্বে এই সার্কুলার প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে, ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষকে জেবিসি তে আলোচনার দাবি জানান। তিনি বলেন যে, আজকের এই সুবিশাল জমায়েত যে গণ-অসন্তোষের প্রতিফলন করছে, তা যদি ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষ বুঝতে না পারেন, তবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর আরও বিশাল জনস্রোত আছড়ে পড়বে ডি.এসপি-র সি.ই.ও দফতরে (অ্যাডমিন বিল্ডিং)। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-র পক্ষে কাজল মজুমদার, আই.এন.টি.ইউ.সি-র পক্ষে সুব্রত ভট্টাচার্য, স্টিল এমপ্লয়িজ ফোরাম-এর পক্ষে বি.ডি.সিং, এক্স.এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অশোক চক্রবর্তী এবং ওন ইয়োর ওন হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মনোজ হাজরা। সভা চলাকালীন ইউনিয়নের এক প্রতিনিধিদল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসেন এবং প্রতিনিধিদলের পক্ষে ললিত মিশ্র সভাকে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কাজল মজুমদার।

চিকিৎসা বিভ্রাট বিক্ষোভ শ্রমিকদের

—প্রথম পাতার পর

স্ক্যান, ৫,০০০ ইউ এস জি, মাইনর অপারেশন ৫,০০০ এবং ৩,০০০ মেজর অপারেশন হয়। আউটডোরে প্রতিদিন গড়ে ১,২০০ রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। এহেন এক গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে চিকিৎসক-নার্স-ফার্মাসিস্ট সহ অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যা অপ্রতুল। এই মুহূর্তে হাসপাতালে, মাত্র ৯৩ জন ডাক্তার, ১৪৬ জন নার্স, ২৯ জন ফার্মাসিস্ট আছেন। কোনো রেডিওলজিস্ট না থাকায় সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট সাথে সাথে পাওয়া যায় না। নার্সদের প্রায়ই একসাথে ২ শিফটে কাজ করতে হয়। হাসপাতালের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন ধারাবাহিকভাবে জানালেও সেইল ও ডিএসপি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করে, শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেনি। ২০০৬ সালে তৎকালীন সেইলের চেয়ারম্যান তৎকালীন সি আই টি ইউ-এর সভাপতি এম. কে. পান্ধেকে লিখিতভাবে হাসপাতালে ১৩৯ জনকে স্ট্যাটুটারি বি ক্রুট মেন্টে ব প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তা পালন করেনি। গত ২৯ আগস্ট সি আই টি ইউ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক তপন সেন সেইলের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে হাসপাতালের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শূন্যপদে লোক নিয়োগের পুনরায় দাবি জানিয়েছেন।

রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিক অবহেলা ও অকর্মন্যতাকে দায়ি করেন হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিআইটিইউ)-র সভাপতি রথীন রায়। তিনি বলেন, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে, এই ঘটনা আবারও হতে পারে।

রোগী মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং মেইন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ অন্যান্য দাবিতে, ৯ সেপ্টেম্বর ডি এস পি-র নগর প্রশাসনিক ভবনে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন(সি আই টি ইউ)-র পক্ষে বৃহত্তম নাগরিক সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।

১০ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল চত্বরে সকাল ৭-৩০ থেকে দুপুর ১-০০ পর্যন্ত মৌন প্রতিবাদ ধরণা ও প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। সম্প্রতি 'দূষিত রক্ত' রোগীর শরীরে দেওয়ার জন্য ৪জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে মৃত রোগীদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় এবং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডি এস পি-র মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ সার্ভিসেসের ডা. অশোক সিং-এর কাছে দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ও মেইন হাসপাতালকে পূর্ব গরিমায় ফেরানোর দাবি জানানো হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি সুজিত বক্সী, পিতা - সুধীর বক্সী, মাহিসগলি, বাঁকারপার কলোনী, পোঃ - লাকুড্ডি, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ জুন, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সুজিত বক্সী যা ভোটারকার্ডে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত সুজিত কুমার বক্সী লিপিবদ্ধ আছে। সুজিত বক্সী এবং সুজিত কুমার বক্সী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি সেখ মফিজুল ইসলাম, পিতা - সেখ মহঃ ইন্দ্রিস, গ্রাম - মোহনপুর, পোঃ - বাজেকুমারপুর, থানা - মাধবডিহি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৪ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম মুনিয়া খাতুন (MUNIA KHATUN) যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MANIYA KHATUN নথিভুক্ত হয়েছে। MUNIA KHATUN এবং MANIYA KHATUN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন
- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি, ৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit Our Website : natunchithi.co.in

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

এ.এস.পি কর্মী সমবায় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র লুঠ করলো তৃণমূলিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের এ.এস.পি এমপ্লয়িজ মাল্টি-পারপাস কো-অপারেটিভের আসন্ন নির্বাচনে, হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নিল তৃণমূলিরা। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে কারখানার অভ্যন্তরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর কো-অপারেটিভ অফিস থেকে তৃণমূলিরা ৪৬টি মনোনয়ন পত্রই ছিনিয়ে নেয়। প্রসঙ্গত আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ঐ কর্মী সমবায়ের নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হয়েছে। এই ঘটনা এইচ.এস.ই.ইউ-এর পক্ষ থেকে প্ল্যান্টের জি.এম (পি এ্যাণ্ড এ) ও রাজ্য সমবায় বিভাগের সংশ্লিষ্ট এ.আর.সিএস সহ অন্যান্য আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ডি ওয়াই এফ আই পূর্বস্থলী ১নং পূর্ব লোকাল কমিটি শ্রীরামপুর ফকির তলায় ১২ সেপ্টেম্বর শহিদ স্বপন দের স্মরণে ১৮তম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ডি ওয়াই এফ আই বর্ধমান শহর-২ লোকাল কমিটির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় সুভাষপল্লী, বিভা কোঙার স্মৃতি ভবনে। মোট ৭২ জন রক্তদান করেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, ইরানের তেহেরান শহরে; ২। ১৭৭৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, ইউনাইটেড কলোনিজ; ৩। সরলাদেবী চৌধুরানি, জন্ম ১৮৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে; ৪। এশিয়া মহাদেশে, ৯-৯-১৯৯১; ৫। দুশানবে, ২৫০০ বার; ৫। ১৯৬৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর; ৬। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৭৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর, বিসাউ, ৪৯ বছর; ৭। ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, রাজা জগদ্বীগেন্দ্র নারায়ণ; ৮। ১৯৭৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, ২২-৮-১৯৯১ পর্যন্ত; ৯। ১৮৭৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, আগে নাম ছিল দ্য ইণ্ডিয়ান স্টেটস্‌ম্যান; ১০। ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর অসমের করিমগঞ্জে, ১৫টি সত্যপীর ও ওমর খৈয়াম; ১১। ২০১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, জন্ম ২৪-৪-১৯৩০; ১২। ১২ সেপ্টেম্বর।

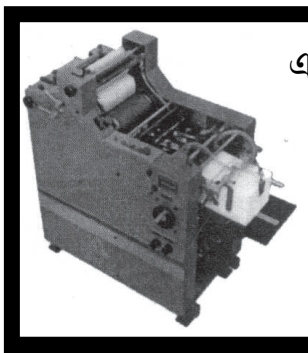

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

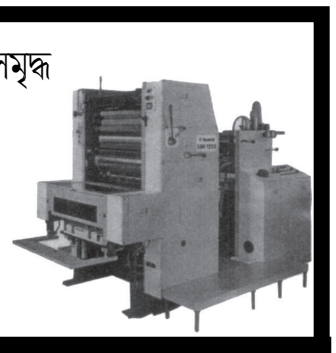

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা